٦٠ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ

৬০। আম্মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া অআন্যালা লাকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি মা — আন্
(৬০) না কি যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ মণ্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষন করলেন?

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ءَإِلٰهٌ

ফাআম্বাতনা-বিহী হাদা — য়িক্বা যা-তা বাহ্জাতিন্ মা-কা-না লাকুম্ আন্ তুম্বিতূ শাজ্বারহা-; আ ইলা-হুম্
তাতে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি; গাছ উৎপাদনের শক্তি তোমাদের নেই। অন্য কোন ইলাহ কি আছে? আল্লাহর সঙ্গে

مَعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٦١ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلٰلَهَا

মা'আল্লা-হ্; বাল্ হুম্ ক্বওমুঁই ইয়া'দিলূন্। ৬১। আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আর্দ্বোয়া ক্বরা-রাঁও অজ্বা'আলা-খিলা-লাহা ~
বরং তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (৬১) না কি যিনি এ জগতকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করলেন, এবং তার মাঝে মাঝে

أَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ

আন্হা-রাঁও অজ্বা'আলা লাহা- রওয়া-সিয়া অজ্বা'আলা বাইনাল্ বাহ্রাইনি হা-জ্বিযা-আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; বাল্
দিলেন নদী; রাখলেন পর্বত মালা ও দুই নদীতে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে?

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦٢ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَ

আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৬২। আম্মাইঁ ইয়ুজ্বীবুল মুদ্বত্বোয়ার্‌র ইযা-দা'আ-হু অ ইয়াক্শিফুস্ সূ — য়া অ
বরং তাদের অনেকেই জানে না (৬২) না কি যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ মুক্ত করেন, তোমাদেরকে তিনি এ দুনিয়ার

يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٦٣ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ

ইয়াজ্ব্'আলুকুম্ খুলাফা — য়াল্ আর্দ্ব ; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; ক্বলীলাম্ মা-তাযাক্কারূন্। ৬৩। আম্মাইঁ ইয়াহ্দীকুম্
প্রতিনিধি করেন; আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কি ইলাহ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ নিয়ে থাক। (৬৩) না কি যিনি স্থল ও

فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ ءَإِلٰهٌ

ফী জুলুমা-তিল্ বার্‌রি অলবাহ্‌রি অ মাইঁ ইয়ুরসিলুর্ রিয়া-হা বুশ্রাম্ বাইনা ইয়াদাই রহমাতিহ্; আ ইলা-হুম্
পানির অন্ধকারে পথ দেখান তিনি, যিনি তাঁর দয়ার পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন; আল্লাহর সঙ্গে কি তাদের অন্য

مَعَ اللّٰهِ ۚ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٤ أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ

মা'আল্লা-হ্; তা'আলাল্লা-হু 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন্। ৬৪। আম্মাইঁ ইয়াব্দায়ুল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ অমাইঁ
কোন ইলাহ আছে? আল্লাহ শিরকের বহু উর্ধ্বে। (৬৪) না- কি যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন,

টীকা-(১) আয়াত-৬২ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করেন এবং উক্ত আয়াতে এ কথা ঘোষিত হয়েছে। এর মূল কারণ হল, দুনিয়ার সব ধরনের সহায় হতে নিরাশ এবং সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্বারকারী স্থির করে দোয়া করা ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার নিকট ইখলাসের মর্তবা অনেক বড়। মু'মিন, কাফের, পাপিষ্ট ও পরহেযগার নির্বিশেষে যার নিকট হতেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়–এতে কোন সন্দেহ নেই। এক মজলূমের দোয়া, দুই ঃ মুসাফিরের দোয়া এবং তিনঃ সন্তানের জন্য মা. বাবার বদদোয়া। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

يرزقكم من السماء والارض ءاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان

ইয়ারযুক্বকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্ আর্‌দ্বি; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; ক্বুল্ হা-তূ বুর্‌হা-নাকুম্ ইন্

এবং যিনি আকাশ-পৃথিবী হতে রুযী দেন; আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ

كنتم صدقين ﴿٦٥﴾ قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله

কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৬৫। ক্বুল্ লা-ইয়া'লামু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বিল্ গইবা ইল্লাল্লা-হ্;

নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬৫) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান যমীনের কেউ গায়েব সম্বন্ধে অবগত নয়,

وما يشعرون ايان يبعثون ﴿٦٦﴾ بل ادرك علمهم في الاخرة بل هم في

অমা-ইয়াশ্‌উরূনা আইয়্যা-না ইয়ুব্'আছূন্। ৬৬। বালিদ্ দা-রকা 'ইল্‌মুহুম্ ফিল্ আ-খিরতি বাল্ হুম্ ফী

তারা জানে না কখন পুনরুত্থিত হবে। (৬৬) বস্তুত পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, মূলতঃ এ ব্যাপারে

شك منها بل هم منها عمون ﴿٦٧﴾ وقال الذين كفروا ءاذا كنا ترابا    ৫ ع ৮ ১ রুকু

শাক্কিম্ মিন্‌হা-বাল্ হুম্-মিন্‌হা 'আমূন্। ৬৭। অক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ ~ আ ইযা-কুন্না তুরা-বাঁও

তারা সন্দেহের মধ্যে আপতিত আছে, তারা এ বিষয়ে অন্ধ। (৬৭) এবং কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি

وءاباؤنا ائنا لمخرجون ﴿٦٨﴾ لقد وعدنا هذا نحن وءاباؤنا من قبل ان

অ আ-বা — য়ুনা ~ আইন্না লামুখ্‌রাজূন্। ৬৮। লাক্বদ্ উ'ইদ্‌না-হাযা-নাহ্‌নু অ আ-বা — য়ুনা মিন্ ক্বাব্‌লু ইন্

মাটি হই, তবুও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এ বিষয়ে তো পূর্বেও আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে

هذا الا اساطير الاولين ﴿٦٩﴾ قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان

হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন্। ৬৯। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না

এরূপ ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, বরং এটি পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।(৬৯) আপনি বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর

عاقبة المجرمين ﴿٧٠﴾ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون *

'আ-ক্বিবাতুল্ মুজ্‌রিমীন্। ৭০। অলা-তাহ্‌যান্ 'আলাইহিম্ অলা-তাকুন্ ফী দ্বোয়াইক্বিম্ মিম্মা-ইয়াম্‌কুরূন্।

দেখ, কি হয়েছিলে পাপীদের পরিণাম। (৭০) আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, তাদের ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হবেন না।

﴿٧١﴾ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صدقين ﴿٧٢﴾ قل عسى ان يكون

৭১। অ ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭২। ক্বুল্ 'আসা ~ আইঁ ইয়্যাকূনা

(৭১) তারা বলে, কখন সে ওয়াদা কার্যে পরিণত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(৭২) আপনি বলুন, আশ্চার্য নয় যে, যা আযাবের

ردف لكم بعض الذي تستعجلون ﴿٧٣﴾ وان ربك لذو فضل على

রদিফা লাকুম্ বা'দুল্লাযী তাস্‌তা'জিলূন্। ৭৩। অ ইন্না রব্বাকা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্

জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, সম্ভবতঃ তার কিছু অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।(৭৩) নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের

النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

না-সি অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়াশ্‌কুরূন্। ৭৪। অ ইন্না রব্বাকা লা-ইয়া'লামু মা- তুকিন্নু

জন্য বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু তোমাদের অনেকেই কৃতজ্ঞ নয়।(৭৪) এবং নিশ্চয়ই আপনার রব অবগত আছেন

صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

ছুদূরুহুম্ অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৫। অমা-মিন্ গ — য়িবাতিন্ ফিস্ সামা — য়ি অল্ আরদ্বি ইল্লা-ফী কিতা-বিম্

তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু। (৭৫) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে এমন কোন কিছু গোপন নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে

مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ

মুবীন্। ৭৬। ইন্না হা-যাল্ ক্বুর্‌আ-না ইয়াক্বুছ্‌ছু 'আলা-বানী ~ ইস্‌রা — য়ীলা আক্‌ছারাল্লাযী হুম্ ফীহি

(লাওহে মাহফুযে) নেই।(৭৬) নিশ্চয়ই এই কোরআন ইস্রাঈলীদের কাছে অধিকাংশ ওই বিষয়ই বর্ণনা করে, যাতে তারা

يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ

ইয়াখ্‌তালিফূন্। ৭৭। অ ইন্নাহূ লাহুদাঁও অ রহ্‌মাতু ল্লিল্ মু''মিনীন্। ৭৮। ইন্না রব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্

মতভেদ করে। (৭৭) আর তা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (৭৮) নিশ্চয়ই আপনার রব তাদের মাঝে মীমাংসা

بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ★

বিহুক্‌মিহী অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ 'আলীম্। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলা ল্লা-হ্; ইন্নাকা 'আলাল্ হাক্কিল্ মুবীন্।

করবেন, তিনি বিজয়ী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন, নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছেন।

﴿٨٠﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمَآ

৮০। ইন্নাকা লা-তুস্ মি'উল্ মাওতা অলা-তুস্‌মি'উছ্ ছুম্মাদ্দু'আ — য়া ইযা-অল্লাও মুদ্‌বিরীন্। ৮১। অমা ~

(৮০) নিশ্চয়ই মৃতকে আহ্বান শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও নয়; যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। (৮১) আর আপনি

اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۗ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ★

আন্‌তা বিহা-দিল্ 'উম্‌য়ি 'আন্ দ্বোয়ালা-লাতিহিম্ ইন্ তুস্‌মি'উ ইল্লা-মাই ইয়ু''মিনু বিআ-ইয়া-তিনা-ফাহুম্ মুস্‌লিমূন্।

ভ্রষ্টতা হতে অন্ধকে পথে আনতে পারবেন না, তাদেরকেই শুনাতে পারবেন যারা বিশ্বাসী আমার আয়াত সমূহে। তারাই আত্মসমর্পণকারী।

﴿٨٢﴾ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ

৮২। অ ইযা-অক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম্ আখ্‌রাজ্‌না লাহুম্ দা — ব্বাতাম্ মিনাল্ আরদ্বি তুকাল্লিমুহুম্ আন্নান্

(৮২) যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে, তখন আমি মাটি হতে জন্তু বের করব, যে কথা বলবে,

আয়াত-৭৯ ঃ কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক ঃ মৃতরা শুনতে পায়। দুইঃ তাদের শুনা এবং আমাদের শুনানো আমাদের ইখতিয়ারভুক্ত নয়; বরং আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখন শুনিয়ে দেন। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) এর মতে ছহীহ্ হাদীস ও একাধিক আয়াত হতে প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শুনে। সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শুনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন। সুতরাং যে যে ক্ষেত্রে ছহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা উচিত। আর যেখানে প্রমাণ নেই সেখানে শুনা নাশুনা উভয় সম্ভাবনা ই বিদ্যমান আছে। (মাঃ কোঃ)

النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٣ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ ع ৬ ১৬ ২

না-সা কা-নূ বি আ-ইয়া-তিনা-লা-ইয়ূক্বিনূন্। ৮৩। অ ইয়াওমা নাহ্‌শুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাওজাম্ মিম্মাই রুকু

মানুষ তো আমার নিদর্শন বিশ্বাস করে না। (৮৩) যেদিন আমি একত্র করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা

يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝٨٤ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ

ইয়ুকায্‌যিবু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ ইয়ূযা'উন্।৮৪। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূ ক্ব-লা আকায্‌যাব্‌তুম্ বিআ-ইয়া-তী অ লাম্

আমার আয়াত মানত না, যারা শ্রেণীবদ্ধ হবে। (৮৪) যখন তারা আসবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আয়াত মান নি?

تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨٥ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ

তুহীতূ বিহা-'ইল্‌মান্ আম্মা-যা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৮৫। অ অক্বা'আল্ ক্বওলু 'আলাইহিম্ বিমা-জোয়ালামূ ফাহুম্

অথচ তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা আরও কত কি করতে? (৮৫) আর শাস্তি আসবে তাদের উপর তাদের জুলুম এর জন্য, সুতরাং তারা কোন কিছু

لَا يَنْطِقُونَ ۝٨٦ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

লা- ইয়ান্‌ত্বিকূন্। ৮৬। আলাম্ ইয়ারও আন্না জ্বা'আল্‌নাল্লাইলা লিইয়াস্‌কুনূ ফীহি অন্নাহা-র মুব্‌ছির-; ইন্না

বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাতকে তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকপ্রদ করেছি?

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٨٧ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লিক্বওমিই ইয়ু'মিনূন্। ৮৭। অ ইয়াওমা ইয়ুন্‌ফাখু ফিছ্ ছূরি ফাফাযি'আ মান্ ফিস্

নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৮৭) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান যমীনে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ۝٨٨ وَتَرَى

সামা-ওয়া-তি অ মান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইল্লা-মান্ শা — য়াল্লা-হ্; অ কুল্লুন্ আতাওহু দা-খিরীন্। ৮৮। অ তারল্

হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সে ছাড়া, আর তাঁর নিকট সবাই বিনীত অবস্থায় হাযির হবে। (৮৮) আর আপনি

الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ

জ্বিবা-লা তাহ্‌সাবুহা- জ্বা-মিদাতাঁও অহিয়া তামুর্‌রু মার্‌রস্ সাহা-ব্; ছুন্'আল্ল-হি ল্লাযী ~ আত্‌ক্বনা

পাহাড়সমূহকে দেখে ভাবতেছেন, এগুলো টলবে না, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত উড়বে; আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সব

كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝٨٩ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ

কুল্লা শাইয়িন্ ইন্নাহু খাবীরুম্ বিমা-তাফ্'আলূন্। ৮৯। মান্ জ্বা — য়া বিল্‌হাসানাতি ফালাহূ খইরুম্ মিন্‌হা-

কিছুকে সুষম করলেন, তিনি তোমাদের কর্মের খবর রাখেন। (৮৯) সেদিন যে পুণ্য নিয়ে আসবে সেদিন সে তদপেক্ষা

وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝٩٠ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ

অ হুম্ মিন্ ফাযাই; ইয়াওমায়িযিন্ আ-মিনূন্। ৯০। অ মান্ জ্বা — য়া বিস্ সাইয়িয়াতি ফাকুব্বাত্ উজূহুহুম্

উত্তম বিনিময় পাবে, সেদিন আতংক হতে নিরাপদ হবে। (৯০) আর যে কুকর্ম নিয়ে আসবে, তারা আগুনে অধোমুখে

فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩١ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ

ফীন্না-র্; হাল্ তুজ্ব্ যাওনা ইল্লা-মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৯১। ইন্নামা ~ উমির্তু আন্ আ'বুদা

নিক্ষিপ্ত হবে;তাদেরকে বলা হব, তোমরা যা করতে তারই শাস্তি ভোগ করবে। (৯১) বলুন, আমি তো এ নগরীর রবের

رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

রব্বাহা-যিহিল্ বাল্দাতিল্লাযী হার্রামাহা-অ লাহূ কুল্লু শাইয়িঁও অ উমির্তু আন্ আকূনা

ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মান দিয়েছেন, এবং তাঁরই সব কিছু; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٩٢ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৯২। অ আন্ আত্লুওয়াল্ ক্বু র্আ-না ফামানিহ্ তাদা-ফাইন্নামা-ইয়াহ্তাদী

তাঁরই অনুগত হয়ে থাকি; (৯২) আর যেন আমি কোরআন পড়ে শুনাই; আর যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে নিজের কল্যাণেই

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝٩٣ وَقُلِ الْحَمْدُ

লিনাফ্সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাক্বুল্ ইন্নামা ~ আনা মিনাল্ মুন্যিরীন্। ৯৩। অ ক্বুলিল্ হাম্দু

সৎপথ অবলম্বন করে, আর যে ভ্রষ্ট হবে (তাকে) আপনি বলুন, আমি তো সতর্ককারী মাত্র।(৯৩) আপনি বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র

৭ ع ১১ ৩ রুকু لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

লিল্লা-হি সাইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফূনাহা-; অমা-রব্বুকা বিগ-ফিলিন্ আম্মা-তা'মালূন্।

আল্লাহর জন্য তিনি অতি শীঘ্র তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন বুঝবে; তোমাদের রব তোমাদের কর্ম সম্পর্কে গাফেল নন।

সূরা ক্বাছোয়াছ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম**

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৯

طسم ۝١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ

১। ত্বোয়া-সী ~ ম্ মী — ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্।৩। নাত্লু 'আলাইকা মিন্ নাবা-য়ি মূসা-

(১) ত্বোয়া, সীন, মীম, (২) এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি মূসা ও

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٤ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

অ ফির্'আউনা বিল্হাক্ব্ক্বি লিক্বওমিঁ ইয়ু''মিনূন্। ৪। ইন্না ফির্'আউনা 'আলা-ফিল্ আর্দ্বি অজা'আলা

ফেরাউনের ঘটনা মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। (৪) নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনে বেড়ে গিয়েছিল, দেশবাসিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

টীকা-১। আয়াত-১ঃ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল্-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন জুহফা অর্থাৎ রাবেগের নিকট উপনীত হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলেন, হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি? অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে এই সূরা পাঠ করে শুনালেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৩ ঃ উপদেশ লাভ ও নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ গ্রহণ করা এবং অন্যান্য উপকার বর্তমানে প্রকৃত মু'মিন হোক অথবা ভবিষ্যতে ঈমান আনার ইচ্ছুক হোক। এরা ছাড়া কেউ এ উদ্দেশে কাহিনীগুলো শ্রবণ করে না, সুতরাং তাদের জন্য কল্যাণকরও নয়। (মাঃ কোঃ)

أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِى نِسَآءَهُمْ ط

আহ্লাহা-শিয়া'আইঁ ইয়াস্ তাদ্ব্'ঈফু ত্বোয়া — য়িফাতাম্ মিন্হুম্ ইয়ুযাব্বিহু আব্না — য়া হুম্ অ ইয়াস্তাহ্য়ী নিসা — য়া হুম্;
বিভক্ত করে একদলকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখত নিশ্চয়ই

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِى

ইন্নাহূ কা-না মিনাল্ মুফ্সিদীন্। ৫। অ নুরীদু আন্ নামুন্না 'আলাল্লাযীনাস্ তুদ্ব্'ইফূ ফিল্
সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (৫) এবং আমি ইচ্ছা করলাম যে, সে যমীনে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ

الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ

আর্দ্বি অনাজ্'আলাহুম্ আয়িম্মাতাঁও অনাজ্'আলা-হুমুল্ ওয়া-রিছীন্। ৬। অ নুমাক্কিনা লাহুম্ ফিল্ আর্দ্বি
করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে, তাদেরকে দেশের অধিকারী করতে; (৬) এবং তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَآ

অ নুরিয়া ফির্'আউনা অহা-মা-না অজু নূদাহুমা- মিন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াহ্যারূন্। ৭। অআওহাইনা ~
যে কারণে ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী (দুর্বল বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে) আশঙ্কা করত তা দেখাতে।(৭) আর আমি অহী

إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ج فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِى

ইলা ~ উম্মি মূসা ~ আন্ আর্দ্বি'ঈহি ফাইযা-খিফ্তি 'আলাইহি ফাআল্ক্বীহি ফিল্ ইয়াম্মি অলা-তাখ-ফী
প্রেরণ করলাম মূসার মায়ের কাছে, তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক, আর যদি আশংকা কর, তবে তাকে নদীতে ছেড়ে দাও, ভয়

وَلَا تَحْزَنِى ج إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ

অলা তাহ্যানী ইন্না রা — দ্দূহু ইলাইকি অজা-'ইলূহু মিনাল্ মুরসালীন্। ৮। ফাল্তাক্বত্বোয়াহূ ~ আ-লু
করো না, দুঃখও করো না আমি অবশ্যই তাকে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করাব, এবং তাকে রাসূল বানাব। (৮) অতঃপর তাকে

فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ط إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

ফির্'আউনা লিইয়াকূনা লাহুম্ 'আদুঅও অ হাযানা-; ইন্না ফির্'আউনা অহা-মা-না অ জুনূদাহুমা- কা-নূ
উঠাল ফেরাউনের লোকেরা; অথচ সে তাদের শত্রু এবং সে তাদের দুঃখের কারণ হবে; নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান ও তাদের

خَاطِئِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوهُ صلے

খত্বিয়ীন্। ৯। অক্ব-লাতিম্ রয়াতু ফির্'আউনা ক্বুররতু 'আইনিল্লী অলাকা; লা-তাক্ব তুলূহু
বাহিনী ভুল করেছিল। (৯) আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশুটি আমার ও তোমার নয়ন মনি; একে হত্যা করো না;

عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ

'আসা ~ আঁই ইয়্যান্ফাআ'না ~ আও নাত্তাখিযাহূ অলাদাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১০। অআছ্বাহা-ফুয়া- দু উম্মি
সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিংবা তাকে আমাদের সন্তানও বানাতে পারি; তারা বুঝেনি। (১০) মূসার মায়ের মন

مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ

মূসা-ফা-রিগ-; ইন্ কা-দাত্ লাতুব্দী বিহী লাওলা ~ আর্‌রবাত্ব্‌না- 'আলা-ক্বল্‌বিহা-লিতাকূনা মিনাল্

অস্থির ছিল; যেন আশ্বস্ত হয়, তার জন্য তার মনকে দৃঢ় না করলে সে তো সব প্রকাশ করে দিত; এইরূপ করলাম, যেন সে

الْمُؤْمِنِينَ ⑪ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا

মু''মিনীন্। ১১। অক্বা-লাত্ লিউখ্‌তিহী ক্বুছ্‌ছীহি ফাবাছোয়ারত বিহী 'আন্ জুনুবিঁও অহুম্ লা-

বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (১১) আর সে মূসার বোনকে বলল, তুই এর সঙ্গে যা, সে দূর হতে দেখতেছিল, আর তারা

يَشْعُرُونَ ⑫ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ

ইয়াশ্‌'উরূন্। ১২। অ হার্‌রম্‌না- 'আলাইহিল্ মার-দ্বি'আ মিন্ ক্বব্‌লু ফাক্বা-লাত্ হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা ~ আহ্‌লি

জানত না। (১২) আর আমি পূর্বেই ধাত্রীস্তন্য পান নিষিদ্ধ করেছি; মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের খবর

بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ⑬ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

বাইতিঁ ইয়াক্‌ফুলূনাহূ লাকুম্ অহুম্ লাহূ না-ছিহূন্। ১৩। ফারদাদ্‌না-হু ইলা ~ উম্মিহী কাই তাক্বর্‌র 'আইনুহা-

দিব? যারা তোমাদের হয়ে তার লালন পালন করবে, তারা তার মঙ্গলকামী হবে? (১৩) আমি তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম,

وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑭ وَلَمَّا

'অলা-তাহ্‌যানা অলিতা'লামা আন্না অদাল্লা-হি হাক্বুঁও অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১৪। অ লাম্মা-

যেন তার চোখ জুড়ায়, দুঃখ না করে, আর বুঝে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তবে অনেকেই জানে না। (১৪) আর যখন

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

বালাগ আশুদ্দাহূ অস্‌তাওয়া ~ আ-তাইনা-হু হুক্‌মাঁও অ'ইল্‌মা-; অকাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্।

সে যৌবনে পৌঁছল ও পূর্ণত্ব লাভ করল তখন তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দিলাম, আর আমি পুণ্যশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

⑮ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

১৫। অ দাখালাল্ মাদীনাতা 'আলা-হীনি গাফ্‌লাতিম্ মিন্ আহ্‌লিহা- ফাওয়াজ্বাদা ফীহা-রজুলাইনি ইয়াক্বতাতিলা-নি

(১৫) আর মূসা এমন সময় নগরে প্রবেশ করল যখন নগরবাসী অসতর্কছিল সে এসে দেখল দুটি লোক সংঘর্ষে

هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي

হাযা-মিন্ শী'আতিহী অ হাযা-মিন্ 'আদুওয়্যিহী ফাস্‌তাগা-ছাহুল্ লাযী মিন্ শী 'আতিহী 'আলাল্লাযী

লিপ্ত; একজন ছিল তার নিজ সম্প্রদায়ের, আর অন্যজন ছিল তার শত্রুদলের, তার সম্প্রদাদায়ের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার

এক চতুর্থাংশ ১

ع ১৩ 4 রুকু

আয়াত-১২ ঃ যেহেতু তখন তারা হযরত মূসাকে (আঃ) কারও দুধপান করাতে পারছিল না। সুতরাং এই পরামর্শকে সুযোগ মনে করে সেই ধাত্রীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তার মাতার ঠিকানা বলে দিল। অবশেষে তাকে ডেকে আনা হল। মূসা (আঃ) কে তার কোলে দেয়া মাত্রই তিনি দুধপান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে হযরত মূসা (আঃ)-এর মা শান্ত মনে তাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝে মাঝে নিয়ে আছিয়াও ফেরাউনকে দেখিতে আনতেন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসার (আঃ)-এর মা ফেরআউন থেকে তাঁকে দুধপান করাবার বিনিময়ও গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, বিনিময় গ্রহণ না করলে তারা ধারণা করবে, এ স্ত্রীলোটিই শিশুটির, তাই সে বাৎসল্যবশতঃ বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (বঃ কোঃ)

مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

মিন্ 'আদুওয়িহী ফা অকাযাহূ মূসা-ফাক্বদোয়া 'আলাইহি ক্ব-লা হাযা-মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বোয়ান্'
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল; তখন মূসা তাকে ঘুষি মারে এবং এতে সে মৃত্যু মুখে পতিত হল। মূসা বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড,

اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٦ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ

ইন্নাহূ 'আদুওয়্যুম্ মুদ্বিল্লুম্ মুবীন্। ১৬। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী জোয়ালাম্তু নাফ্সী ফাগ্ফিরলী ফাগফার লাহূ;
সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। (১৬) সে বলল, হে আমার রব! আমি আমার প্রতি জুলুম্ করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝١٧ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا

ইন্নাহূ হুওয়াল্ গফূরুর রহীম্। ১৭। ক্ব-লা রব্বি বিমা ~ আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ফালান্ আকূনা জোয়াহীরল্
তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৭) বলল, হে আমার রব! আমাকে যে করুণা করেছেন এরপর আমি

لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ

লিল্মুজ্রিমীন্। ১৮। ফায়াছ্বাহা ফিল্ মাদীনাতি খ — য়িফাইঁ ইয়াতারক্ক্বাবু ফাইযাল্লাযিস্ তান্ছোয়ারহূ
কখনও সহযোগী হব না অপরাধীদের।(১৮) ভীত অবস্থায় নগরীতে তার ভোর হল, যে পূর্বদিন তার নিকট সাহায্য চেয়েছিল

بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٩ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ

বিল্আম্সি ইয়াস্তাছ্রিখুহূ; ক্ব-লা লাহূ মূসা ~ ইন্নাকা লাগাওয়িয়্যুম্ মুবীন্। ১৯। ফালাম্মা ~ আন আর-দা
সে লোকটি আবার তাকে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকল ; মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পষ্টই একজন ভ্রান্ত।(১৯) অতঃপর যখন

اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا

আঁই ইয়াব্ত্বিশা বিল্লাযী হুয়া'আদুওয়্যুল্ লাহুমা-ক্ব-লা ইয়া- মূসা ~ আতুরীদু আন্ তাক্ব্তুলানী কামা-
সে তাকে ধরতে চাইল যে তাদের উভয়েরই শত্রু; (তখন পূর্ব দিনের) লোকটি বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাকেও হত্যা

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا

ক্বতাল্তা নাফ্সাম্ বিল্আম্সি ইন্ তুরীদু ইল্লা ~ আন্ তাকূনা জ্বাব্বা-রন্ ফিল্ আরদ্বি অমা-
করতে চাও গতকাল যে ভাবে তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি যমীনে স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারী হতে চাও?

تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝٢٠ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى

তুরীদু আন্ তাকূনা মিনাল্ মুছ্লিহীন্। ২০। অজ্বা — য়া রাজুলুম্ মিন্ আক্ব্ছোয়াল্ মাদীনাতি ইয়াস্ 'আ-
আপোষকামী হওয়ার ইচ্ছা তুমি পোষন কর না ? (২০) আর শহরের অপর প্রান্ত হতে এক লোক ছুটে এসে তাকে বলল,

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ

ক্ব-লা ইয়া-মূসা ~ ইন্নাল্ মালায়া ইয়া''তামিরূনা বিকা লিইয়াক্ব্তুলূকা ফাখ্রুজ্ ইন্নী লাকা মিনান্
হে মূসা! ফেরাউনের সভাষদরা তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে; সুতরাং তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমি নিঃসন্দেহে তোমার

النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ

না-ছিহীন্। ২১। ফাখরজ্বা মিন্হা-খ — য়িফাইঁ ইয়াতারক্ব্ক্বাবু ক্ব-লা রব্বি নাজ্জ্বিনী মিনাল্ ক্বওমিজ্
কল্যাণকামী। (২১) অতঃপর তথা হতে ভীত অবস্থায় বের হয়ে বলল, হে আমার রব! এ জালিমদের কবল থেকে আমাকে

২ ع ৮ ৫ রুকু

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ

জোয়া-লিমীন্। ২২। অলাম্মা-তাওয়াজ্জাহা -তিল্ক্ব — য়া মাদ্ইয়ানা ক্ব-লা 'আসা রাব্বী ~ আইঁ ইয়াহ্দিয়ানী সাওয়া — য়াস্
রক্ষা কর। (২২) আর যখন মূসা মাদ্ইয়ানের দিকে যাত্রা করল তখন বলল, আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ

السَّبِيْلِ ﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز وَوَجَدَ

সাবীল্। ২৩। অলাম্মা-অরদা মা — য়া মাদ্ইয়ানা অজ্বাদা 'আলাইহি উম্মাতাম্ মিনান্না-সি ইয়াস্ক্বূনা অওয়াজ্বাদা
দেখাবেন। (২৩) যখন মাদ্ইয়ানের কূপে পৌঁছল, তখন একদল লোক পেল, যারা পানি পান করাচ্ছিল; এবং তাদের পেছনে

مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ

মিন্ দূনিহিমুম্ রয়াতাইনি তাযূদা-নি ক্ব-লা মা-খত্ববুকুমা-; ক্ব-লাতা লা-নাস্ক্বী হাত্তা-ইয়ুছ্দিরর্
দুজন নারীকে পেল যারা জন্তু হাঁকাচ্ছিল। সে বলল, তোমাদের কি ইচ্ছা? তারা বলল, আমরা পানি পান করাচ্ছি না, রাখালরা

الرِّعَآءُ سكتة وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ

রি'আ — য়ু অআবূনা শাইখুন্ কাবীর্। ২৪। ফাসাক্ব-লাহুমা-ছুম্মা তাওয়াল্লা ~ ইলাজ্ জিল্লি ফাক্ব-লা রব্বি
না যাওয়া পর্যন্ত। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর তাদের পশুগুলোকে সে পানি পান করাল, পরে ছায়ায় গিয়ে বসল

اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٥﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز

ইন্নী লিমা ~ আন্যাল্তা ইলাইয়্যা মিন্ খাইরিন্ ফাক্বীর্। ২৫। ফাজ্বা — য়াত্হু ইহ্দা-হুমা- তাম্শী 'আলাস্ তিহ্ইয়া — য়িন্
আর বলল, হে আমার রব! আমি তোমার কল্যাণ ভিখারী। (২৫) নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত হয়ে তার নিকট এসে বলল,

قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ

ক্ব-লাত্ ইন্না আবী ইয়াদ্'উকা লিয়াজ্ব্যিয়াকা আজ্ব্রমা- সাক্বইতা লানা-; ফালাম্মা জ্বা — য়াহূ অক্বছ্ছোয়া
আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে পানির পারিশ্রমিক প্রদান করতে। তার পর মূসা এসে তাকে সকল বিবরণ শুনাল;

عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ وقفة نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ

'আলাইহিল্ ক্বাছোয়াছোয়া ক্ব-লা লা-তাখফ্ নাজ্বাওতা মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৬। ক্ব-লাত্
তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ (২৬) কন্যাদ্বয় একজন বলল,

আয়াত-২৩ ঃ এ ঘটনা হতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবগত হওয়া গেল। একঃ দুর্বলদেরকে সাহায্য করা নবী রাসূলদের সুন্নাত। দুই ঃ বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজন বোধে কথা বলায় কোন দোষ নেই। যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা দেখা না দেয়। তিনঃ আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন নারীদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এ ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন নি। চারঃ এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর পেশ করেছেন। (মাঃ কোঃ)

اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝

ইহ্‌দা-হুমা-ইয়া ~ আবাতিস্ তা'জ্বির্‌হু ইন্না খইর মানিস্ তা'জ্বার্‌তাল্ ক্বওওয়িয়্যুল আমীন্
পিতা! আপনি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করুন, আপনার কর্মচারী হিসাবে সে ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ۝٢٧

২৭। ক্ব-লা ইন্নী ~ উরীদু আন্ উন্‌কিহাকা ইহ্‌দাব্ নাতাইয়্যা হা-তাইনি 'আলা ~ আন্ তা''জ্বুরানী
(২৭) তিনি বললেন, আমি আমার এক কন্যাকে তোমার কাছে এ শর্তে বিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আট বছর আমার

ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ

ছামা-নিয়া হিজ্বাজ্বিন্ ফাইন্ আত্‌মাম্‌তা 'আশ্‌রান্ ফামিন্ 'ইন্‌দিকা অমা ~ উরীদু আন্ আশুক্ক্বা 'আলাইক্;
কাজ করবে, তবে দশ বছর পূর্ণ করলে তা তোমার ইচ্ছা। আর আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট প্রদান করতে চাই না;

سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٢٨ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا

সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্‌শা — আল্লা-হু মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ২৮। ক্ব-লা যা-লিকা বাইনি অ বাইনাক্; আইয়ামাল্
আল্লাহ চান তো তুমি আমাকে সৎকর্মশীল হিসাবেই পাবে। (২৮) মূসা বললেন, এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে।

ع ৩ ৭ ৬ রুকু

الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝٢٩ فَلَمَّا قَضٰى

আজ্বালাইনি ক্বদ্বোয়াইতু ফালা-উদ্‌ওয়া-না 'আলাইয়্যা; অল্লা-হু 'আলা-মা-নাক্বূলু অকীল্। ২৯। ফালাম্মা-ক্বাদ্বোয়া-
দুটি সময়ের একটি পূর্ণ করলে আমার ওপর অভিযোগ থাকবে না। এ কথায় আল্লাহ সাক্ষী।(২৯) অতঃপর যখন মূসা তার

مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ

মূসাল্ আজ্বালা অসা-র বিআহ্‌লিহী ~ আ-নাসা মিন্ জ্বা-নিবিত্ব তুরি না-রান্ ক্ব-লা লিআহ্‌লিহিম্
নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে সপরিবারে মিশর অথবা শাস দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন,তখন তিনি তূরপর্বতে আগুন দেখলেন। পরিবারকে

امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ

কুছূ ~ ইন্নী আ-নাস্‌তু না-রল্লা-'আল্লী ~ আ-তীকুম্ মিন্‌হা-বিখবারিন্ আও জ্বায্‌ওয়াতিম্ মিনান্না-রি
বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে হয়ত আমি খবর পেতে পারি বা অঙ্গার

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٣٠ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ

লা'আল্লাকুম্ তাছ্‌ত্বোয়ালূন্। ৩০। ফালাম্মা ~ আতা-হা-নূদিয়া মিন্ শা-ত্বিয়িল্ ওয়া-দিল্ আইমানি ফিল্ বুক্বু'আতিল্
আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে। (৩০) অতঃপর যখন মূসা আগুনের নিকটবর্তী হলেন, উপত্যকার দক্ষিণের

الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٣١ وَاَنْ اَلْقِ

মুবা-রকাতি মিনাশ্ শাজ্বারতি আইঁ ইয়া- মূসা ~ ইন্নী ~ আনাল্লা-হু রব্বুল্ 'আলামীন্। ৩১। অ আন্ আল্‌ক্বি
পবিত্র ভূমির এক বৃক্ষ হতে শব্দ আসল, হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, সারা জাহানের রব।(৩১) তুমি তোমার লাঠি ফেল,

عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يَا مُوسَىٰ

'আছোয়াক্; ফালাম্মা-রয়া-হা-তাহ্‌তায্‌যু কাআন্নাহা-জ্বা — ন্নুঁও অল্লা-মুদ্‌বিরাঁও অলাম্ ইয়ুআক্বক্বিব্; ইয়া-মূসা ~

(লাঠি ফেললে) যখন তাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন মূসা পেছনে হটল, ফিরেও তাকাল না। হে মূসা!

أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣٢﴾ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

আক্ব্‌বিল্ অলা তাখফ্ ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন্। ৩২। উস্‌লুক্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা তাখ্‌রুজ্

সামনে অগ্রসর হও, ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তুমি নিরাপদ। (৩২) তোমার হাতকে তোমার বগলের ভেতর রাখ, নির্দোষ ও

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ

বাইদ্বোয়া — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িঁও ওয়াদ্বমুম্ ইলাইকা জ্বানা-হাকা মিনার্ রহ্‌বি ফাযা-নিকা বুরহা-না-নি

শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এ দুটি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের

مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ

মির্ রব্বিকা ইলা- ফির্'আউনা অমালায়িহ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৩৩। ক্ব-লা রব্বি

জন্য তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বললেন, হে আমার রব! আমি তো

إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٤﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ

ইন্নী ক্বতাল্‌তু মিন্‌হুম্ নাফ্‌সান্ ফাআখ-ফু আই ঁইয়াক্ব্‌তুলূন। ৩৪। অআখী হারূ-নু হুওয়া আফ্‌ছোয়াহু

তাদের একজনকে হত্যা করেছি; ফলে আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে

مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾ قَالَ

মিন্নী লিসা-নান্ ফাআর্‌সিল্‌হু মা'ইয়া রিদ্‌য়াই ইয়ুছোয়াদ্দিক্বুনী ~ ইন্নী ~ আখ-ফু আই ইয়ুকায্‌যিবূন্। ৩৫। ক্ব-লা

অধিক প্রাঞ্জলভাষী, তাকে সাথে দিন; সে সমর্থন দেবে; আমার ভয় যে, তারা মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) বললেন, তোমার

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ

সানাশুদ্দু 'আদ্বুদাকা বিআখীকা অনাজ্‌'আলু লাকুমা- সুল্‌ত্বোয়া-নান্ ফালা-ইয়াছিলূনা ইলাইকুমা- বিআ-ইয়া-তিনা ~

ভাইকে দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করব, তোমাদের উভয়কে এমন ক্ষমতা দেব যে, ফলে তারা তোমার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا

আন্‌তুমা-অমানি ত্তাবা'আকুমাল্ গ-লিবূন্। ৩৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্ব-লূ

আমার নিদর্শনসহ যাও, তোমরা ও অনুসারীরাই বিজয়ী হবে। (৩৬) অতঃপর যখন মূসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে গেল, বলল, এটি তো

ব্যাখ্যা- আয়াত-৩২ ঃ এই বিশ্ময়কর মু'জিযা দেখে তোমার মনে যে ভয় সঞ্চার হয় তা দূর করার জন্য স্বীয় হস্তদ্বয় আপন দিকে সঙ্কোচিত করে লও। আর কেউ কেউ এর অর্থ বলেন– হযরত মূসা (আঃ) লাঠি সর্প হয়ে যেতে দেখে তিনি ভয়ে তা থেকে আপন হস্তে সরাতে লাগলেন, ভীত লোক যেমন করে। কিন্তু এতে দর্শক শত্রুদের উপর কু-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, লাঠি সর্প হলে যদি ভয় পাও, তবে তোমার হস্ত বাহুদ্বয়কে নিচে দাবিয়ে রেখ, অতঃপর তা বের কর, দেখবে, তা দীপ্তমান উজ্জ্বল সাদা হয়ে বের হবে। অতএব, এ পদ্ধতি অবলম্বনে দুটি উপকার হবে– প্রথমতঃ ভয়ে ভীত অবস্থার অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিন্তু শত্রুরা এ ভীত হওয়ার কথা জানতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এটি ভিন্ন একটি মু'জিয়া হল। (তাঃ মাদারেক)

مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ

মা-হাযা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুম্ মুফ্‌তারাঁও অমা-সামি'না- বি হা-যা-ফী ~ আ-বা — য়িনাল্ আউয়্যালীন্ ।৩৭। অ ক্বা-লা-

মনগড়া যাদু বৈ আর কিছু নয়,এ ব্যাপারে এমন কথা শুনিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে । (৩৭) আর মূসা বলল,

مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ

মূসা-রব্বী ~ আ'লামু বিমান্ জ্বা — য়া বিল্ হুদা-মিন্ 'ঈন্‌দিহী অমান্ তাকূনু লাহূ আ' ক্বিবাতুদ্

আমার রবই সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে আর পরকালে কার পরিণাম ভাল

الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ

দা-র্ ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্‌লিহুজ্ জোয়া-লিমূন্ ।৩৮। অক্ব-লা ফির্'আউনু ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মালায়ু মা-'আলিম্‌তু লাকুম্

হবে? জালিমেরা সর্বদা বিফল । (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পরিষদবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ

মিন্ ইলা-হিন্ গইরী, ফাআও ক্বিদ্‌লী ইয়া-হা-মা-নু 'আলাত্ব্ ত্বীনি ফাজ্ব্‌আল্‌লী ছোয়ার্‌হাল্লা'আল্লী~

বলে তো আমার জানা নেই; হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও উঁচু প্রাসাদ নির্মান কর, যাতে আমি

اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ

আত্ত্বোয়ালি'উইলা ~ ইলা-হি মূসা-অইন্নী লাআজুন্নুহূ মিনাল্ কা-যিবীন্ । ৩৯ । অস্‌তাক্‌বার হুওয়া অ জুনূদুহূ

মূসার ইলাহকে দর্শন করতে পারি, তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী । (৩৯) সে ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায় গর্ব

فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ

ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্‌কি অজোয়ান্নু ~ আন্নাহুম্ ইলাইনা- লা-ইয়ুর্‌জ্বা'উন্ । ৪০ । ফাআখয্‌না-হু অজুনূদাহূ

করে মনে করেছিল যে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে না । (৪০) অতঃপর তাকে ও তার বাহিনীকে আমি পাকড়াও করে সমুদ্রে

فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً

ফানাবায্‌না-হুম্ ফিল্ ইয়ামি ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুজ্ জোয়া-লিমীন্ ।৪১। অ জ্বা'আল্‌না-হুম্ আইয়িম্মাতাঁই

নিক্ষেপ করলাম; অতঃপর দেখুন কেমন হয়েছিল, জালিমদের পরিণতি? (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম, তারা লোকদেরকে

يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

ইয়াদ্‌'উনা ইলান্না-রি অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি লা-ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্ । ৪২ । অ আত্‌বা'না-হুম্ ফী হা-যিহিদ্দুন্‌ইয়া-

দোযখের দিকে আহ্বান করত; পরকালে তাদের কেউ সাহায্যকারী হবে না ।(৪২) আর দুনিয়াতে আমি তাদের পেছনে অভিশাপ

لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ

লা'নাতান্ অ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হুম্ মিনাল্ মাক্ব্‌বূহীন্ ।৪৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা মিম্

লাগিয়ে রেখেছি, আর কিয়ামত দিবসে তারা হবে ঘৃণিত ।(৪৩) আমি পূর্ববর্তী বহু লোকদেরকে ধ্বংস করার পর মূসাকে

৪ ع ১৪ ৭ রুকু

بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ

বা'দি মা~ আহ্লাক্‌নাল্ ক্বুরূনাল্ উলা-বাছোয়া — য়িরা লিন্না-সি অহুদাঁও অরহ্‌মাতাল্ লা'আল্লাহুম্
কিতাব প্রদান করেছি, যা ছিল মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তারা তা থেকে উপদেশ

يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا

ইয়াতাযাক্কারূন্। ৪৪। অমা-কুন্‌তা বিজ্বা-নিবিল্ গর্‌বিয়্যী ইয্ ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলা-মূসাল্ আম্‌র অমা-
গ্রহণ করতে পারে।(৪৪) আর আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি তূর পর্বতের পশ্চিমে ছিলেন না, আর আপনি

كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا

কুন্‌তা মিনাশ্ শা-হিদীন্। ৪৫। অলা-কিন্না ~ আন্ শা''না ক্বুরূনান্ ফাতাত্বোয়া- অলা 'আলাইহিমুল্ উমুরু অমা-
প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) বরং আমি (মূসার পর) অনেক (যুগ মানব) গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, তাদের বয়স দীর্ঘ ছিল;

كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَمَا

কুন্‌তা ছা-ওয়িয়ান্ ফী ~ আহ্‌লি মাদ্‌ইয়ানা তাত্‌লূ 'আলাইহিম্- আ-ইয়া-তিনা- অলা-কিন্না- কুন্না- মুর্‌সিলীন্। ৪৬। অমা-
আয়াত আবৃত্তির জন্য আপনি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না; আমিই তো রাসূল প্রেরক। (৪৬) আর আমি যখন

كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا

কুন্‌তা বিজ্বা-নিবিত্ব্ ত্বূরি ইয্ না-দাইনা- অলা-কির্ রহ্‌মাতাম্ মির্ রব্বিকা লিতুন্‌যির ক্বওমাম্ মা~
মূসাকে ডাকলাম তখন তূরের পার্শ্বে ছিলেন না; এটি রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি দয়া, যেন ঐ জাতিকে সতর্ক করতে

اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ

আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্বব্‌লিকা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্।৪৭। অ লাওলা ~ আন্ তুছীবাহুম্
পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে সতর্ককারী আসেনি; যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) তাদের কৃতকর্মের দরুণ যদি

مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

মুছীবাতুম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইয়াক্বূলূ রব্বানা-লাওলা ~ আর্‌সাল্‌তা ইলাইনা-রসূলান্
তাদের উপর বিপদ না আসত তবে তারা বলত, হে আমাদের রব! কেন আমাদের কাছে রাসূল পাঠাও নি? পাঠালে তোমার

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা অনাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন্। ৪৮। ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্ব্কু মিন্ 'ইন্‌দিনা-
আয়াত মানতাম, এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৪৮) অতঃপর যখন তাদের নকট সত্য আসল, তখন তারা বলল,

আয়াত-৪৩ ঃ সত্যান্বেষীদের প্রথমতঃ বোধশক্তি ঠিক হয়। একে বসীরত বলে। তারপর আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণ করে। একে হেদায়েত বলে। এরপর হেদায়েতের ফলাফল অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়। একে 'রহমত' বলে (বঃ কোঃ)
আয়াত-৪৪ঃ নিশ্চিতরূপে কোন বিষয়ের সংবাদ দিতে হলে জ্ঞান দ্বারা এটি উপলব্ধি করা একটি উপায়। কিন্তু এ সমস্ত প্রাচীন কাহিনী জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয় নয়। অথবা কোন ঐতিহাসিক মনীষী হতে শিক্ষা লাভ করা নয়। সে সুযোগও আপনার হয় নি। কিংবা স্বচক্ষে দর্শন করা যে আপনার দরকার তার সুযোগও আপনার হয় নি। সুতরাং একমাত্র ওহীর দ্বারাই আপনি উক্ত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। (বঃ কোঃ)

قَالُوا لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ

ক্বা-লূ লাওলা ~ ঊতিয়া মিছ্‌লা মা ~ ঊতিয়া মূসা-; আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ ঊতিয়া মূসা-

মূসার মত তাকে (মুহাম্মদ (ছঃ) কে) দেয়া হয়নি কেন? তাতে তারা কি মূসাকে দেয়া বিষয় অস্বীকার করেনি? তারা তো

مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ فَأْتُوا

মিন্ ক্বব্‌লু ক্বা-লূ সিহ্‌র-নি তাজোয়া-হারা অ ক্বা-লূ ~ ইন্না বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন্ । ৪৯ । ক্বু-ল্ ফা'তূ

বলেছিল, উভয়েই যাদু, পরস্পর সমর্থনকারী। আরো বলেছিল, আমরা প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি।(৪৯) আপনি বলুন,

بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٥٠﴾ فَإِن

বিকিতা-বিম্ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হি হুওয়া আহ্‌দা মিন্‌হুমা ~ আত্তাবি'হু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্ । ৫০ । ফাইল্

আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আন, যা উভয়টি হতে উত্তম, তবে আমিই তা মানব, যদি সত্যবাদী হও। (৫০) অতঃপর তারা

لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ

লাম্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাকা ফা'লাম্ আন্নামা- ইয়াত্তাবি'ঊনা আহ্‌ওয়া — য়াহুম্ অমান্ আদ্বোয়াল্লু মিম্মানিত্তাবা'আ

যদি সাড়া না দেয়, তবে জানবেন যে, তারা কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব করে; যে আল্লাহর পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে

هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ ৫ ع ৮ ৮ রুকু

হাওয়া-হু বিগইরি হুদাম্ মিনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্ । ৫১ । অলাক্বদ্

তার চেয়ে বড় ভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫১) আর আমি তো

وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ

অছ্ ছোয়াল্‌না-লাহুমুল্ ক্বওলা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্ । ৫২ । আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বব্‌লিহী

তাদেরকে ক্রমানুয়ে বাণী পৌঁছিয়েছি, যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (৫২) আমি ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দিলাম, তারা

هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ অর্ধাংশ •

হুম্ বিহী ইয়ু'মিনূন্ । ৫৩ । অইযা-ইয়ুত্‌লা- 'আলাইহিম্ ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- বিহী ~ ইন্নাহুল্ হাক্বক্বু মির্ রব্বিনা ~

এটা বিশ্বাস করে। (৫৩) তাদের কাছে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি, এটি রবের পক্ষ হতে সত্য,

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ

ইন্না-কুন্না-মিন্ ক্বব্‌লিহী মুস্‌লিমীন্ । ৫৪ । উলা — য়িকা ইয়ু'তাওনা আজ্‌রহুম্ মার্‌রাতাইনি বিমা-ছোয়াবারূ অ

আমরা তো এর পূর্বেও এটাকে মেনেছিলাম। (৫৪) তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে, আর তারা ভাল দ্বারা

يَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ

ইয়াদ্‌রায়ূনা বিল্‌হাসানাতিস্ সাইয়িয়াতা অমিম্মা-রযাক্ব্‌না-হুম্ ইয়ুন্‌ফিক্বূন্ । ৫৫ । অ ইযা-সামি'উল্ লাগ্‌ওয়া

মন্দের মুকাবিলা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে; (৫৫) তারা যখন বাজে কথা শুনে,

أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي

আ'রদ্বূ 'আন্‌হু অক্ব-লূ লানা ~ আ'মা-লুনা অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ লা-নাব্‌তাগিল্

তখন তা উপেক্ষা করে বলে, আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের; তোমাদের প্রতি সালাম। মূর্খদের সাথে

الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

জ্বা-হিলীন্। ৫৬। ইন্নাকা লা-তাহ্‌দী মান্ আহ্‌বাব্‌তা অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু

জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি আপনার প্রিয়কে পথ দেখাতে পারবেন না, বরং আল্লাহই ইচ্ছামত পথ দেখান,

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ

অহুওয়া আ'লামু বিল্‌মুহ্‌তাদীন্। ৫৭। অক্ব-লূ ~ ইন্ নাত্তাবি'ইল্ হুদা- মা'আকা নুতাখত্ব্ ত্বোয়াফ্ মিন্

এবং তিনিই পথ প্রাপ্তদেরকে চেনেন। (৫৭) তারা বলে, তোমার সঙ্গে সৎপথ মানলে আমরা দেশ হতে বহিষ্কৃত হব; আমি

أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا

আর্‌দ্বিনা-আওয়ালাম্ নুমাক্কিল্লাহুম্ হারমান্ আ-মিনাইঁ ইয়ুজ্‌বা ~ ইলাইহি ছামার-তু কুল্লি শাইয়ির্ রিয্‌ক্বম্

কি তাদেরকে নিরাপদ স্থান হারাম শরীফে জায়গা দেই নি? যেখানে রিলিফ স্বরূপ সকল প্রকার ফল আসে আমার পক্ষ থেকে?

مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ

মিল্লাদুন্না-অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫৮। অকাম্ আহ্‌লাক্‌না মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিম্ বাত্বিরাত্

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়।(৫৮) আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের ধন সম্পদ

مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ

মাঈ'শাতাহা- ফাতিল্‌কা মাসা-কিনুহুম্ লাম্ তুস্‌কাম্ মিম্ বা'দিহিম্ ইল্লা-ক্বলীলা-; অকুন্না-নাহ্‌নুল্

ভোগের জন্য গর্ব করত। এ গুলোই তাদের ঘরবাড়ি, তাই তাদের আবাস, পরে অল্প লোকই সেখানে ছিল; অবশেষে আমিই

الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا

ওয়া-রিছীন্। ৫৯। অ মা-কা-না রব্বুকা মুহ্‌লিকাল্ ক্বুরা-হাত্তা-ইয়াব্'আছা ফী ~ উম্মিহা-রাসূলাইঁ

এগুলোর অধিকারী হয়েছি। (৫৯) আপনার রব তো কোন জনপদ ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্র সমূহে আয়াত-পাঠক

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৬ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুরে সময় নবী কারীম (ছঃ) তাঁর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবু জাহেল, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখও উপস্থিত ছিল। হুযূর (ছঃ) বললেন, চাচাজান, আপনি কলেমায়ে তৈয়্যব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়ুন। আমি এর বলে আল্লাহর দরবারে আপনার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাব। উপস্থিত কাফেররা আবু তালিবকে বলল, তুমি কি জীবনের শেষ সময় আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ? হুযূর (ছঃ) আপন বাক্য বারংবার উল্লেখ করতে থাকেন। আর তারাও নিজেদের কথা বলতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব বললেন, আমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত। কলেমায়ে তৈয়্যব তিনি পড়লেন না। এতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বুখারী) লুবাবুন্নুকুলে যে শানেনুযূল বর্ণনা করা হয় তাতে আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর আলোচনা নেই। উল্লেখ্য যে, আবু তালিবের ইসলাম কবূল না করায় হযরত আলীর বংশধর এবং বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (ছ ঃ)-এর অন্তরে যাতনার কারণ হয়। তাই সে সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে যদিও আয়াতটি আবু তালিবের ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে কিন্তু শব্দের ব্যাপকতায় অন্যান্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আয়াত-৫৭ ঃ একদা হারেছ ইবনে উছমান ইবনে নওফেল নবী কারীম (ছঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ! আমরা জানি, আপনার আনুগত্য করলে আমাদের উভয় জগত কল্যাণের হবে। কিন্তু, কি করি আপনার আনুগত্য করলে সমস্ত আরবই আমাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদের মুকাবিলা করতে আমরা অক্ষম । তারা আমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করবে। তাই আমরা ঈমান আনয়ন করা হতে বিরত রয়েছি। তখন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰىٓ اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَمَآ

ইয়াত্লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়াতিনা-অমা-কুন্না -মুহ্লিক্বিল্ কু্রা ~ ইল্লা-অআহ্লুহা-জোয়া-লিমূন্। ৬০। অমা ~
রাসূল প্রেরণ করেন; আর আমি জনপদসমূহকে কেবল তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা জুলুম করতে থাকে। (৬০) তোমরা

اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ

উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা'উল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অযীনাতুহা- অমা-'ইন্দাল্লা-হি খইরুঁও অ
যা কিছু পেলে তা তো কেবল তোমাদের পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা, পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই তা অপেক্ষা উত্তম

اَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ ৬ ع ১০ ৯ রুকু

আব্ক্বা-; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৬১। আফামাঁও অ'আদ্না-হু ওয়া'দান্ হাসানান্ ফাহুওয়া লা-ক্বীহি কামাম্ মাত্তা'না-হু
ও স্থায়ী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?(৬১) অতঃপর যাকে আমি উত্তম-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির

مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ

মাতা-'আল হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ছুম্মা হুওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি মিনাল্ মুহ্দ্বোয়ারীন্। ৬২। অ ইয়াওমা
সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়ে রেখেছি, অতঃপর পরকালে তাদেরকে অপরাধীরূপে হাযির করা হবে?(৬২)সেদিন

يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ

ইয়ুনা-দী হিম্ ফাইয়াক্বূলু আইনা শুরকা — ইইয়া ল্লাযীনা কুন্তুম্ তায্'উমূন্। ৬৩। ক্ব-লাল্লাযীনা হাক্ব্ক্বা
তাদেরকে ডেকে আল্লাহ যখন বলবেন, যাদেরকে তোমরা শরীক মনে করতে তারা এখন কোথায়? (৬৩) শাস্তির যোগ্যরা বলবে,

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ

'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু রব্বানা-হা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আগ্ওয়াইনা-আগ্ওয়াইনা-হুম্ কামা- গওয়াইনা-তাবার্র'না~
হে আমাদের রব! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছি, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। আমরা আপনার কাছে সমীপে দায় মুক্ত হতে

اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

ইলাইকা মা-কা-নূ ~ ইয়্যা-না-ইয়া'বুদূন্। ৬৪। অক্বীলাদ্'উ শুরাকা — য়াকুম্ ফাদা'আওহুম্
চাই; এরা আমাদের পূজা করে নি। (৬৪) আর তাদেরকে বলা হবে শরীকদের আহ্বান কর; তখন তারা তাদের আহ্বান

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَيَوْمَ

ফালাম্ ইয়াস্তাজীবূ লাহুম্ অরয়াযুল্ 'আযা-বা লাও আন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াহ্তাদূন্। ৬৫। অ ইয়াওমা
করবে, কিন্তু তারা সাড়া দেবে না, তারা শাস্তি দেখবে, কতই না উত্তম হত, যদি তারা সৎপথে চলত! (৬৫) সেদিন আল্লাহ্

يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٦﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ

ইয়ুনা-দীহিম্ ফাইয়াক্বূলু মা-যা ~আজ্বাব্তুমুল্ মুর্সালীন্। ৬৬। ফা'আমিয়াত্ 'আলাইহিমুল্ আম্বা — য়ু ইয়াওমায়িযিন্
তাদেরকে ডেকে বলবেন, "রাসূলদেরকে কি উত্তর দিলে?" (৬৬) সেদিন সকল তথ্য তাদের জন্য অস্পষ্ট হবে, পরস্পর

فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٧﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ

ফাহুম্ লা-ইয়াতাসা — য়ালূন্ ।৬৭। ফা আম্মা-মান্ তা-বা অআ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফা'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনা

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) অতঃপর যে তওবা করল, ঈমান আনল, এবং নেক আমল করল সে ভাল করল,

مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ

মিনাল্ মুফ্‌লিহীন্ । ৬৮ । অরব্বুকা ইয়াখ্‌লুক্বু মা-ইয়াশা — য়ু অইয়াখ্ তা-র; মা-কা-না লাহুমুল্ খিয়ারহ্;

সে-ই সফল ম। (৬৮) আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের হস্তক্ষেপ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا

সুবহা-নাল্লা-হি অতা'আলা-'আম্মা ইয়ুশ্‌রিক্বূন্ । ৬৯ । অ রব্বুকা ইয়া'লামু মা-তুকিন্নু ছুদূরুহুম্ অমা-

করার কিছু নেই, আর আল্লাহ শিরক্ মুক্ত ও মহান। (৬৯) এবং রব জানেন, আর যা তারা গোপন করে এবং যা তারা

يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ

ইয়ু'লিনূন্ । ৭০ । অহুওয়াল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুয়া; লাহুল্ হাম্‌দু ফিল্ ঊলা-অল্‌আ-খিরতি অলাহুল্

প্রকাশ করে। (৭০) আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ইহ-পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই, তাঁরই

الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا

হুক্‌মু অইলাইহি তুর্‌জ্বা'ঊন্ । ৭১ । ক্বুল্ আরায়াইতুম্ ইন্‌জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমুল্ লাইলা সার্‌মাদান্

বিধান তোমরা তাঁরই কাছে যাবে। (৭১) বলুন, তোমরা কি ভেবেছ, আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত যদি রাতকে স্থায়ী করেন, তবে

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ

ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্ গইরুল্লা-হি ইয়া''তীকুম্ বিদ্বিয়া — য়্; আফালা-তাস্‌মা'ঊন্ । ৭২ । ক্বুল্ আরয়াইতুম্

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ আছে, যে আলোতে আনতে পারবে? তবুও কি তোমরা শ্রবণ করবে না? (৭২) বলুন, তোমরা ভেবে

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

ইন্ জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমুন্ নাহা-র সার্‌মাদান্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্

দেখেছ কি, দিনকে যদি একাধারে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ আছে, যে রাত আনতে,

يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ

গইরুল্লা-হি ইয়া''তীকুম্ বিলাইলিন্ তাস্‌কুনূনা ফীহ্; আফালা-তুব্‌ছিরূন্ । ৭৩ । অমির্ রহমাতিহী জ্বা'আলা

পারবে, যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা দেখ না? (৭৩) আর আমিই স্বীয় দয়ায় তোমাদের জন্য রাত-দিন

আয়াত-৬৮ঃ সৃষ্টি কর্মে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারীর ক্ষেত্রেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। কতিপয় তাফসীরবিসারদের মতে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্য হতে ইচ্ছামত কাউকে সম্মান প্রদানের জন্য মনোনীত করেন। মুশরিকরা বলত এ কোরআন আরবের দুটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? একজন পিতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, যে স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বিশেষ সম্মান দানের জন্য কাউকে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন? যে, অমুক ব্যক্তি যোগ্য আর অমুক ব্যক্তি অযোগ্য? (মাঃ কোঃ)

لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

লাকুমুল্ লাইলা অন্নাহা-র লিতাস্কুনূ ফীহি অলিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্।
সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং যেন তাঁর প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করতে পার, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَزَعْنَا ﴿٧٤﴾

৭৪। অ ইয়াওমা ইয়ুনা-দীহিম্ ফাইয়াকূলু আইনা শুরাকা — য়িয়াল্ লাযীনা কুন্তুম্ তায্'উমূন্। ৭৫। অনাযা'না-
(৭৪) সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরীক মনে করতে, তারা এখন কোথায়? (৭৫) আর আমি

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ

মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাকুল্না- হা-তূ বুরহা-নাকুম্ ফা'আলিমূ ~ আন্নাল্ হাক্ব্ক্ব লিল্লা-হি অদ্বোয়াল্লা
তখন প্রত্যেক গোষ্ঠি হতে এক একজন সাক্ষী এনে বলব, তোমরা তোমাদের প্রমান পেশ কর। তখন তারা জানবে যে, আল্লাহর

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

ع ৭ ১৫ ১০ রুকু

'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ৭৬। ইন্না ক্বা-রূনা কা-না মিন্ ক্বাওমি মূসা- ফাবাগ-'আলাইহিম্
কথাই সত্য, মনগড়া সব বস্তু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (৭৬) কারূন-মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, গর্ব করত; আমি তাকে এত অধিক

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

অআ-তাইনা-হু মিনাল্ কুনূযি মা ~ ইন্না মাফা-তিহাহূ লাতানূ ~ বিল্উছ্বাতি উলিল্ ক্বূওয়াতি
পরিমাণ ধনভাণ্ডার প্রদান করেছিলাম। যার চাবি একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল। স্মরণ কর যখন তাকে

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٧﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

ইয্ ক্বা-লা লাহূ ক্বওমুহূ লা-তাফ্রাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফারিহীন্। ৭৭। অব্তাগি ফীমা ~ আ- তা-কাল্
তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের ভাল বাসেন না। (৭৭) আর আল্লাহ তোমাকে যা

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

লা-হুদ্ দা-রল্ আ-খিরতা অলা- তান্সা নাছীবাকা মিনাদ্দুনইয়া-অআহ্সিন্ কামা ~ আহ্সানাল্লা-হু
দিয়েছেন তা দ্বারা পরকাল খোঁজ কর। এ দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য ভুলো না; পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমার

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ

ইলাইকা অলা-তাব্গিল্ ফাসা-দা ফিল্ আর্দ্ব; ইন্নাল্লা-হা-লা- ইয়ুহিব্বুল্ মুফ্সিদীন্। ৭৮। ক্ব-লা
প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন। যমীনে বিপর্যয় চেয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না। (৭৮) কারূণ বলল,

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

ইন্নামা ~ উ তীতুহূ 'আলা- 'ইল্মিন্ 'ইন্দী; আওয়ালাম্ ইয়া'লাম্ আন্নাল্লা-হা ক্বদ্ আহ্লাকা মিন্ ক্বব্লিহী
এসব তো আমি আমার বুদ্ধি দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি এটা জানত না যে, তার পূর্বে আল্লাহ অনেক মানব গোষ্ঠিকে

مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ

মিনাল্ ক্বুরূনি মান্ হুওয়া আশাদ্দু মিন্হু ক্বুওয়্যাতাঁও অআক্ছারু জ্বাম্'আ-; অলা-ইয়ুস্য়ালু 'আন্ যুনূবিহিমুল্
ধ্বংস করেছেন যারা শক্তি ও সম্পদে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল? আর অপরাধীকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ

মুজ্ব্রিমূন্। ৭৯। ফাখরজ্বা 'আলা-ক্বওমিহী ফী যীনাতিহী; ক্ব-লাল্লাযীনা ইয়ুরীদূনাল্ হাইয়া-তাদ্
করা হবে না। (৭৯) অতঃপর সে (কারুণ) জাঁকজমকভাবে তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হল পার্থিব স্বার্থান্বেষীরা

الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىْ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ

দুন্ইয়া- ইয়া-লাইতা লানা-মিছ্লা মা ~ উতিয়া ক্বা-রূনু ইন্নাহূ লাযূ হাজ্জিন্ 'আজীম্। ৮০। অক্ব-লাল
বলল, কতই না উত্তম হত কারূনের মত যদি আমাদেরকে দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! (৮০) আর যাদেরকে জ্ঞান

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ

লাযীনা ঊ তুল্ 'ইল্মা অইলাকুম্ ছাওয়াবু ল্লা-হি খইরুল্লিমান্ আ-মানা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্
দেয়া হয়েছিল তারা বলল ধিক তোমাদের! মু'মিন ও নেককারদের জন্য আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম ১ আর উত্তম প্রতিদান

وَلَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ

অলা'ইয়ুলাক্ব্কু-হা ~ ইল্লাছ্ ছোয়া-বিরূন্। ৮১। ফাখসাফ্না বিহী অবিদা-রিহিল্ আর্দ্বোয়া ফামা- কা-না
তারাই পাবে যারা ধৈর্যশীল।(৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূতলে ধ্বসিয়ে দিলাম ২; তখন তার স্বপক্ষে

لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ

লাহূ মিন্ ফিয়াতিঁই ইয়ান্ ছুরূনাহূ মিঁন্ দূনিল্লা-হি অমা-কা-না মিনাল্ মুন্তাছিরীন্।
এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে, এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

৮২। অ আছ্বাহাল্লাযীনা তামান্নাও মাকা-নাহূ বিল্ আম্‌সি ইয়াক্বূলূনা অইকায়ান্নাল্লা- হা ইয়াব্সুত্বুর্
(৮২) এবং যারা আগে তার মত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করেছিল তারা বলতে লাগল, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ

রিয্ক্বা লিমাই ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী অইয়াক্বদিরু লাওলা ~ আম্মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা- লাখসাফা
তাকে প্রচুর রিযিক প্রদান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন; আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমাদেরও ধ্বসাতেন,

আয়াত-৮০ ঃ টীকা-(১) অত্র আয়াতে পরিস্কার ইঙ্গিত আছে যে, পার্থিব ভোগ-বিলাস কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের লক্ষ্য সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে। (মাঃ কোঃ) টীকা-(২) মূসা (আঃ) কারূনকে প্রতি একশ' স্বর্ণ মুদ্রায় একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা যাকাত প্রদান করতে বলতেন। হিসাব করে দেখল যে, যাকাতের জন্য তাঁকে বহু মুদ্রা প্রদান করতে হবে। অবশেষে তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, একটি দুশ্চরিত্রা মহিলার দ্বারা কওমের সম্মুখে বলাব যে, মূসা উক্ত মহিলার সাথে যেনা করেছে। মূসা স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাস করলে সে অস্বীকার করল। এ সম্বন্ধে মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে ভূমি কারুণকে গিলে ফেলল। অতঃপর তার সমস্ত ধন তার মাথার উপর ঢালা হল যমীন তাও গিলে ফেলল। (বঃ কোঃ)

بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَٰفِرُونَ ﴿٨٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ ع ٩ ১১ রুকু

বিনা-; অইকায়ান্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুল্ কা-ফিরূন্। ৮৩। তিল্কাদ্দা-রুল্ আ-খিরতু নাজ্ 'আলুহা- লিল্লাযীনা
দেখলে তো! কাফেররা কখনো সফল নয়। (৮৩) আমি তাদের জন্যই পরকালের ঘরটি নির্ধারিত করেছি, যারা যমীনে

لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٤﴾ مَنْ جَاءَ

লা-ইয়ুরীদূনা উলুওয়্যান্ ফিল্ আর্দ্বি অলা-ফাসা-দা-; অল্'আক্বিবাতু লিল্মুত্তাক্বীন্। ৮৪। মান্ জ্বা — য়া
অহংকারী হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আকাঙ্খী নয়, আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।(৮৪) যে ব্যক্তি সৎকর্ম

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا

বিল্ হাসানাতি ফালাহূ খইরুম্ মিন্হা-অমান্ জ্বা — য়া বিস্সাইয়িয়া-তি ফালা- ইয়ুজ্ব্যা ল্লাযীনা 'আমিলুস্
করবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল অর্জন করবে; আর যারা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে তারা সে পরিমান ফলই প্রাপ্ত হবে যে

السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ

সাইয়িয়্য়া-তি ইল্লা-মা কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৮৫। ইন্না ল্লাযী ফারাদ্বোয়া 'আলাইকাল্ ক্বু র্আ-না লার — দ্দুকা ইলা-
পরিমান তারা করত। (৮৫) যিনি কোরআনকে আপনার জন্য বিধান করলেন তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে

مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨٦﴾ وَمَا

মা'আ-দ্; ক্বুর্ রব্বী ~ আ'লামু মান্ জ্বা — য়া বিল্হুদা-অমান্ হুওয়া ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৮৬। অমা-
আনবেন। আপনি বলুন, কে সুপথ নিয়ে এসেছে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, রবই তা ভাল জানেন। (৮৬) আপনি এরূপ

كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ

কুন্তা তার্জ্বূ ~ আইঁ ইয়ুল্ক্বা ~ ইলাইকাল্ কিতা-বু ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা ফালা- তাকূনান্না
আশা করেন নি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, এটা তো আপনার রবের রহমত: অতএব আপনি কখনও

ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ

জোয়াহীরল্ লিল্ কা-ফিরীন্।৮৭।অলা-ইয়াছুদ্দুন্নাকা 'আন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বা'দা ইয্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ্'উ
কাফেরদের সহায় হবেন না। (৮৭) আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিলের পর তারা যেন নিবৃত্ত না করে, আপনি

إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا

ইলা-রব্বিকা অলা-তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ৮৮। অলা-তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর্ লা ~
আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন, এবং মুশরিক হবেন না। (৮৮) আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে

তিন চতুর্থাংশ ● ওয়াক্ফে লাযেম

إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ * ع ٧ ১২ রুকু

ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া কুল্লু শাইয়িন্ হা-লিকুন্ ইল্লা -অজ্ব্ হাহ্; লাহুল্ হুকমু অইলাইহি তুর্জ্বা'উন্।
ডাকবেন না, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সবই ধ্বংসশীল; হুকুম তাঁরই, তাঁর কাছে ফিরতে হবে।

সূরা 'আন্‌কাবূত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬৯
রুকূ ঃ ৭

الٓمّٓ ۝١ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٢

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্। ২। আহাসিবান্না-সু আইঁ ইয়ুত্‌রকূ ~ আইঁ ইয়াক্বূ লূ ~ আ-মান্না- অহুম্ লা-ইয়ুফ্‌তানূন্।
(১) আলিফ্ লাম্ মীম্ (২) মানুষে কি ধারণা করে যে, তারা পরীক্ষা ছাড়াই ঈমান আনলাম বললেই পার পেয়ে যাবে?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ ۝٣

৩। অলাক্বদ্ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ ফালাইয়া'লামান্নাল্লা-হুল্ লাযীনা ছোয়াদাক্বূ অলাইয়া'লামান্নাল্
(৩) নিশ্চয়ই আমি পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন যারা সত্যবাদী তাদেরকে এবং

الْكٰذِبِيْنَ ۝٤ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا

কা-যিবীন্। ৪। আম্ হাসিবাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়িয়া-তি আইঁ ইয়াস্‌বিক্বূনা-; সা — য়া মা-
যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে। (৪) পাপীরা কি মনে করে যে, তারা আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত

يَحْكُمُوْنَ ۝٥ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ

ইয়াহ্‌কুমূন্। ৫। মান্ কা-না ইয়ার্‌জূ লিক্ব — য়াল্লা-হি ফাইন্না আজ্বালাল্লা-হি লায়া-ত্; অহুওয়াস্ সামী'উল্
কতই না খারাপ। (৫) যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকামী তারা জেনে রাখুন, আল্লাহর সেই নির্দিষ্টকাল অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু

الْعَلِيْمُ ۝٦ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧

'আলীম্। ৬। অ মান্ জ্বা-হাদা ফাইন্নামা ইয়ুজ্বা-হিদু লিনাফ্‌সিহ্; ইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়ুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন্।
শুনেন, সবকিছু জানেন। (৬) আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে তো নিজের জন্যই পরিশ্রম করে, আল্লাহ বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ ۝٨

৭। অল্লাযীনা আ- মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লানুকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌হুম্ সাইয়িয়া-তিহিম্ অলানাজ্‌যিয়ান্নাহুম্ আহ্‌সানাল্
(৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের পাপসমূহ অবশ্যই আমি মিটিয়ে দেব আর তাদের কর্মের

الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ

লাযী কা-নূ ইয়া'মালূ ন্। ৮। অ অছ্‌ছোয়াইনাল্ ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি হুস্‌না-; অইন্ জ্বা- হাদা-কা
উত্তম ফল দেব। (৮) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি শরীক করে,

নামকরণ ঃ আনকাবূত-অর্থ উর্ণনাভ, মাকড়সা। সূরার এ নামকরণের উদ্দেশ্য হল, অবিশ্বাসী ও মুশরীকরা যতই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হোক না কেন, তাদের ভিত্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাস মাকড়সা নির্মিত গৃহের ন্যায় অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। সত্যের ফুৎকারে মাকড়সার জালের মত তা মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কালস্রোত স্বর্গীয় সত্যের দিগন্ত প্রসারী আলোক বর্তীকার সামনে এ অন্ধকারের আবর্জনা কখনো টিকে থাকতে পারবে না; কিন্তু সত্যদ্বীনের এ অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের পূর্বে মুসলমানদেরকে অতি কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তাদের ওপর আল্লাহর করুণা নেমে আসবে। তারা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-অনাচার নির্যাতন নিবারণ করে তাদের ওপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে এবং অবিশ্বাসীদের অলীক ভ্রান্ত-বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী মাকড়সার জালের মত পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি অনুসারে আলোচ্য সূরার "আনকাবূত" নামকরণ যথার্থ হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

লিতুশ্‌রিকা বী মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌মুন্ ফালা-তুত্বি'হুমা-; ইলাইয়্যা মার্‌জ্বিউ'কুম্ ফায়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-
বল প্রয়োগ করে; তবে তা আনগত্য করবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে; তোমাদেরকে তোমাদের

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (৮) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ *

কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৯। অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্‌ছোয়া-লিহা-তি লানুদ্‌খিলান্নাহুম্ ফিছ্‌ছোয়া-লিহীন্।
কৃতকর্মের খবর দেয়া হবে। (৯) আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে দলভুক্ত করব পুণ্যবানদের।

(১০) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ

১০। অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়াকূ লু আ-মান্না- বিল্লা-হ্; ফাইযা ~ উযিয়া ফিল্লা-হি জ্বা'আলা ফিত্‌নাতান
(১০) কতক লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে কষ্ট পায় তখন তারা

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ

না-সি কা'আযা-বি ল্লা-হি অলায়িন্ জ্বা — য়া নাছ্‌রুম্ মির্ রব্বিকা লাইয়াকূ লুন্না ইন্না-কুন্না-মা'আকুম্
মানুষের পক্ষ থেকে কষ্টকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে, যখন তাদের রবের সাহায্য আসে তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (১১) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

আওয়া লাইসাল্লা-হু বি আ'লামা বিমা-ফী ছুদূরিল্ 'আ-লামীন্। ১১। অ লাইয়া'লামান্নাল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ
আছে; বিশ্ববাসীর মনের বিষয় কি আল্লাহ অবগত নন? (১১) আর আল্লাহ অবশ্যই অবগত হবেন, যারা ঈমান এনেছে

وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (১২) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا

অ লাইয়া'লামান্নাল্ মুনা-ফিক্বীন্। ১২। অক্ব- লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানু ত্তাবি'উ সাবীলানা-
তাদেরকে এবং যারা মুনাফিক তাদেরকেও। (১২) আর কাফেররা মু'মিনদের বলে, 'আমাদের পথে আগমন কর, আমরা

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ

অল্ নাহ্‌মিল্ খাত্বোয়া-ইয়া-কুম্; অমা-হুম্ বিহা-মিলীনা মিন্ খাত্বোয়া-ইয়া-হুম্ মিন্ শাইয়িন ইন্নাহুম্
তোমাদের পাপ বহন করব।' অথচ তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে না; তারা

لَكَاذِبُونَ (১৩) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ

লাকা-যিবূন্। ১৩। অ লাইয়াহ্‌মিলুন্না আছ্‌ক্ব-লাহুম্ অআছ্‌ক্ব-লাম্ মা'আ আছ্‌ক্ব-লিহিম্ অলাইয়ুসয়ালুন্না ইয়াওমাল্
মিথ্যাবাদী। (১৩) এবং তারা নিজেদের ভারের সঙ্গে আরও ভার বহন করবে, তাদের মিথ্যা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন

الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (১৪) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ ع ১ ৩ ১৩ রুকু

ক্বিয়া-মাতি 'আম্মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্। ১৪। অ লাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না- নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ফালাবিছা ফীহিম্ আল্‌ফা
তাদেরকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা হবে। (১৪) নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছি, তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার

سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ

সানাতিন্ ইল্লা-খাম্‌সীনা আ'মা-; ফাআখযাহুমুত্ব্ ত্বূ ফা- নু অহুম্ জোয়া-লিমূ ন্। ১৫। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু

বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর মহাপ্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। তারা বড়ই জালিম ছিল।(১৫) অতঃপর আমি তাকে ও

وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

অআছ্‌হা-বাস্ সাফীনাতি অজ্বা'আল্‌না-হা ~ আ-ইয়াতাল্ লিল্'আ-লামীন্। ১৬। অইব্‌র-হীমা ইয্ ক্ব-লা

যারা নৌকারোহী ছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি; আর বিশ্বের জন্য করেছি নিদর্শন।(১৬) আর স্মরণ কর ইব্রাহীমকেও; যখন তার

لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا

লিক্বওমিহি' বুদু ল্লা-হা অত্তাক্বূহ্; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। ১৭। ইন্নামা-

সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, তাঁকে ভয় কর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে।(১৭) নিশ্চয়ই তোমরা

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن

তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি আওছা-নাও অ তাখ্‌লুক্বূনা ইফ্‌ক-; ইন্নাল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন্

তো আল্লাহ ছাড়া কেবল মূর্তি পূজা করছ, মিথ্যা উদ্ভাবন করছ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর তারা তোমাদেরকে

دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

দূ নিল্লা-হি লা-ইয়াম্‌লিকূনা লাকুম্ রিয্‌ক্বন্ ফাব্‌তাগূ 'ইন্‌দাল্লা-হির্ রিয্‌ক্ব ওয়া'বুদূহু

রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহরই নিকট রিযিক প্রার্থনা কর, এবং তাঁরই ইবাদাত কর, এবং তারই

وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن

অশ্‌কুরূ লাহ্; ইলাইহি তুর্‌জ্বা'উন্। ১৮। অ ইন্ তুকায্‌যিবূ ফাক্বদ্ কায্‌যাবা উমামুম্ মিন্

প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁরই কাছে তোমরা তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (১৮) এবং যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জেনে রেখ,

قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

ক্বব্‌লিকুম্ অমা-'আলার্ রসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্। ১৯। আওয়া লাম্ ইয়ারাও কাইফা ইয়ুব্‌দিয়ুল্লা-হুল্

তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছে; রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

খল্‌ক্ব ছুম্মা ইয়ুঈ'দুহ্; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ২০। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি

প্রথমে সৃষ্টি করে তারপর তাকে পুনঃ সৃষ্টি করেন? অবশ্য এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২০) আপনি বলুন, তোমরা দুনিয়ায় ভ্রমণ

আয়াত-১৬ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধীতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ, প্রাচীন কাল হতেই সত্য পন্থীদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কখনও সাহস হারা হন নি। সুতরাং আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের কোন তোয়াক্কা করবেন না এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যান। এ সূরার শেষে হযরত নূহ, ইব্রাহীম ও লূত (আঃ) সহ আরও কয়েকজন নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্য এবং তাদেরকে দ্বীনের কাজে সুদৃঢ় রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

ফান্‌জুরূ কাইফা বাদায়াল্ খল্‌ক্ব ছুম্মাল্লা-হু ইয়ুন্‌শিয়ুন্ নাশ্‌য়াতাল্ আ-খিরহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-
কর, এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? পরে আবার আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٢﴾

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ২১। ইয়ু আয্‌যিবু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়ার্‌হামু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইলাইহি তুক্বলাবূন্।
শক্তিমান। (২১) আর যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, আর যার প্রতি ইচ্ছা করুণা করেন, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

২২। অমা ~ আন্‌তুম্ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্ সামা — য়ি অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি
(২২) তোমরা আল্লাহকে না অক্ষম করতে পারবে, যমীনে; আর না আকাশে, আল্লাহ ছাড়া না তোমাদের বন্ধু আছে,

مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-নাছীর্। ২৩। অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া তিল্লা-হি অলিক্বা — য়িহী ~ উলা — য়িকা
আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (২৩) এবং যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারাই আমার

يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

ইয়ায়িসূ মির্ রহ্‌মাতী অউলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২৪। ফামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~
দয়া থেকে নিরাশ হয়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।(২৪) তখন তার (ইব্রাহীমের) সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোন

إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লুক্বুতুলূহু আও হার্‌রিক্বূহু ফাআন্‌জ্বা-হুল্লা-হু মিনা ন্না-র্; ইন্না ফী যা -লিকা
উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর বা জ্বালাও' অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন, এ ঘটনার মধ্যে

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়ু''মিনূন্। ২৫। অ ক্বা-লা ইন্নামা ত্তাখায্‌তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি আওছা-নাম্
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। মু'মিনদের জন্য। (২৫) এবং (ইব্রাহীম) বলল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

মাঅদ্দাতা বাইনিকুম্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-ছুম্মা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরু বা'দ্বুকুম্ বিবা'দ্বিওঁ
তোমরা মূর্তিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে, পরে তোমরা কেয়ামতের দিবসে একে অপরকে অস্বীকার করবে,

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَآمَنَ

অইয়াল্'আনু বা'দুকুম্ বা'দ্বোয়াঁও অমা'ওয়া-কুমুন্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ না- ছিরীন্। ২৬। ফাআ-মানা
এবং একজন আরেক জনকে লা'নত দেবে। তোমাদের আবাস অগ্নি, তোমাদের সহায় নেই। (২৬) লূত তাঁকে বিশ্বাস

ع ২ ১৪ রুকু

ওয়াক্বফে গোফরান

لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲۷﴾ وَوَهَبۡنَا

লাহূ লূত্ব্ । অক্ব-লা ইন্নী মুহা-জ্বিরুন্ ইলা-রব্বী; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ । ২৭ । অ অহাব্‌না-
করল, ইব্রাহীম বলল, আমার রবের উদ্দেশ্যে আমি হিজরত করছি নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২৭) আর আমি

لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَجَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّۃَ وَالۡکِتٰبَ وَاٰتَیۡنٰهُ اَجۡرَهٗ

লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্ব অ ইয়া'কূ্বা অজ্বা'আল্‌না-ফী যুররিয়াতিহিন্ নুবুওয়্যাতা অল্‌কিতা-বা অআ-তাইনা-হু আজ্‌রহূ
ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কূব দান করলাম, তার বংশে দিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কার

فِی الدُّنۡیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۲۸﴾ وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ

ফিদ্দুন্‌ইয়া- অইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্ ২৮ । অলূত্বোয়ান্ ইয্ ক্ব-লা লিক্বওমিহী ~
প্রদান করলাম; আর আখেরাতেও সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর লূতকেও স্মরণ কর; যখন সে তার সম্প্রদায়কে

اِنَّکُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَۃَ ۫ مَا سَبَقَکُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲۹﴾ اَئِنَّکُمۡ

ইন্নাকুম্ লাতা''তূনাল্ ফা-হিশাতা মা-সাবাক্বাকুম্ বিহা-মিন্ আহাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্ । ২৯ । আয়িন্নাকুম্
বলল, তোমরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত রয়েছে, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর বুকে আর কেউ করে নি। (২৯) তোমরা কি

لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ وَتَقۡطَعُوۡنَ السَّبِیۡلَ ۬ۙ وَتَاۡتُوۡنَ فِیۡ نَادِیۡکُمُ الۡمُنۡکَرَ ؕ فَمَا کَانَ

লাতা''তূনার্ রিজ্বা-লা অতাক্ব্‌ত্বোয়া'উনাস্ সাবীলা অ তা''তূনা ফী না-দীকুমুল্ মুন্‌কার্; ফামা-কা-না
পুরুষের কাছে ছুটে যাও? তোমরা কি সন্ত্রাস কর আর তোমাদের মজলিসে (প্রকাশ্যে) ঘৃণ্যকর্ম করে থাক? উত্তরে

جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا ائۡتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ *

জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্ব-লু'' তিনা-বি'আযা-বিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্ ।
তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার আযান আনয়ন কর।

ع ৭ ৮ ১৫ রুকু

﴿۳۰﴾ قَالَ رَبِّ انۡصُرۡنِیۡ عَلَی الۡقَوۡمِ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۳۱﴾ وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِیۡمَ

৩০ । ক্ব-লা রব্বিন্ ছুরনী 'আ-লাল্ ক্বওমিল্ মুফ্‌সিদীন্ । ৩১ । অ লাম্মা-জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা ~ ইব্‌রা-হীমা
(৩০) বলল, হে আমার রব! দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) এবং যখন দূতরা ইব্রাহীমের কাছে

بِالۡبُشۡرٰی ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا مُهۡلِکُوۡۤا اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ ۚ اِنَّ اَهۡلَهَا کَانُوۡا ظٰلِمِیۡنَ *

বিল্ বুশ্‌র-ক্ব-লূ ~ ইন্না-মুহ্‌লিকূ ~ আহ্‌লি হা-যিহিল্ ক্বর্‌ইয়াতি ইন্না-আহ্‌লাহা-কা-নূ জোয়া-লিমীন্ ।
সুখবর নিয়ে উপনীত হল তখন তারা বলল, এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা জালিম।

আয়াত-২৫ ঃ হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইব্রাহীম (আঃ) এর মু'জিয়া দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে হিজরত করেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৬ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম পয়গাম্বর যাকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। এ হিজরতে তাঁর সারা (আঃ) ও ভাগ্নেয় লূত (আঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৭ঃ এই আয়াত হতে জানা গেল যে, কোন কোন সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, আমি ইব্রাহীম (আঃ) এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবী করে। (মাঃ কোঃ)

۝٣٢ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

৩২। ক্ব-লা ইন্না ফীহা- লূত্বোয়া-; ক্ব-লূ নাহ্‌নু আ'লামু বিমান্ ফীহা-লানুনাজ্জিয়ান্নাহূ অআহ্‌লাহূ ~ ইল্লাম্
(৩২) বলল, সেখানে তো লূত আছে, তারা বলল, সেখানে কে আছে, আমরা তো জানি। তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব,

امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝٣٣ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ

রায়াতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গ-বিরীন্। ৩৩। অ লাম্মা ~ আন্ জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা-লূত্বোয়ান্ সী — য়া বিহিম্
কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। কেননা, সে পশ্চাতী। (৩৩) এবং যখন দূতরা (ফেরেশতারা) লূতের কাছে আসে, তখন সে চিন্তিত হল,

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

অ দ্বোয়া-ক্ব বিহিম্ যার্'আঁও অ ক্ব-লূ লা-তাখফ্ অলা-তাহ্‌যান্ ইন্না- মুনাজ্জূকা অআহ্‌লাকা ইল্লাম্
তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম ভাবল, তারা বলল, ভয় পেয়ো না, আর দুঃখ করো না; তোমার স্ত্রী ছাড়া তোমাকে ও তোমার

امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝٣٤ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ

রায়াতাকা কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন্। ৩৪। ইন্না মুন্‌যিলূনা 'আলা ~ আহ্‌লি হা-যিহিল্ ক্বরইয়াতি রিজ্‌য্‌ যাম্ মিনাস্
পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করব। কেননা সে, পশ্চাৎবর্তীনী। (৩৪) আর এ জনপদবাসীর ওপর আকাশ থেকে অবশ্যই

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝٣٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

সামা ~ য়ি বিমা-কা-নূ ইয়াফ্‌সুকূন্। ৩৫। অলাক্বদ্ তারক্‌না-মিন্‌হা ~ আ-ইয়াতাম্ বাইয়িনাতা ল্লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্।
শাস্তি প্রেরণ করব, কেননা, তারা পাপী ছিল। (৩৫) এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এ জনপদে সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখলাম।

۝٣٦ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ

৩৬। অ ইলা-মাদ্‌ইয়ানা আখ-হুম্ শু'আইবা-ন্ ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা অরজু্ল্ ইয়াওমাল্ আ-খির
(৩৬) এবং আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছি; বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, এবং

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٣٧ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

অলা- তা'ছাও ফিল্ আরদ্বি মুফ্‌সিদীন্। ৩৭। ফাকায্‌যাবূহু ফায়াখযাত্ হুমুর্ রজ্‌ফাতু ফায়াছ্‌বাহূ
পরকালের আশা কর, যমীনে দুষ্কর্ম করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, এবং

فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝٣٨ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ

ফী দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্। ৩৮। অ আ'দাঁও অছামূদা অ ক্বদ্ তাবাইয়্যানা লাকুম্ মিম্ মাসা-কিনিহিম্ অ যাইয়্যানা
তারা নিজ নিজ বাড়িতেই নতজানু হয়ে শেষ হল। (৩৮) আর আদ ও ছামূদকেও ধ্বংস করেছি; তাদের আবাসই তোমাদের প্রমাণ।

لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝٣٩ وَقَارُونَ

লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু আ'মা-লাহুম্ ফাছোয়াদ্দাল্‌হুম্ 'আনিস্ সাবীলি অকা-নূ মুস্‌তাব্‌সিরীন্। ৩৯। অক্ব-রূনা
শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করল, আর তাদেরকে সুপথে বাধা দিল, যদিও তারা জ্ঞানী ছিল, (৩৯) এবং আমি কারূন,

وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۣ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ

অ ফির্'আউনা অ হা-মা-না অ লাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মূসা-বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফাস্তাক্বারূ ফীল্ আর্দ্বি

ফেরাউন ও হামানকেও ধ্বংস করলাম; মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিল, তবুও তারা যমীনে দম্ভ

وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿৪০﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ

অমা-কা-নূ সা-বিক্বীন্। ৪০। ফাকুল্লান্ আখয্না-বি যাম্বিহী ফামিন্হুম্ মান্ আর্সাল্না-'আলাইহি হা-ছিবান্

করে শাস্তি এড়িয়ে থাকতে পারে নি। (৪০)এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছি, কারও প্রতি

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ

অ মিন্হুম্ মান্ আখযাত্হুছ্ ছোয়াইহাতু অ মিন্হুম্ মান্ খসাফ্না-বিহিল্ আর্দ্বোয়া অ মিন্হুম্ মান্

প্রেরণ করেছি বায়ু, কাকেও বিকট ধ্বনি পাকড়াও করেছে, কাউকে আবার প্রোথিত করেছি ভূ-গর্ভে , আবার কাউকেও

اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿৪১﴾ مَثَلُ

আগ্রাক্ব্না-অমা- কা-না ল্লা-হু লিইয়াজ্ব্লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্ব্লিমূন্। ৪১। মাছালুল

নিমজ্জিত করেছিলাম পানিতে, আর আল্লাহ জুলুমকারী নন, তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে। (৪১). যারা আল্লাহকে

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ

লাযীনাত্ তাখাযূ মিন্ দূনি ল্লা-হি আউলিয়া — য়া কামাছালিল্ 'আন্কাবূতিত্ তাখাযত্

ছাড়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছে, আর

بَيْتًا ۚ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿৪২﴾ اِنَّ اللّٰهَ

বাইতা-; অ ইন্না আওহানাল্ বুয়ূতি লাবাইতুল্ 'আন্কাবূত্; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৪২। ইন্নাল্লা-হা

নিঃসন্দেহে সকল ঘর অপেক্ষা দুর্বলতম ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত! (৪২) এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যার

يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿৪৩﴾ وَتِلْكَ

ইয়া'লামু মা ইয়াদ্উ'না মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ অ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৪৩। অ তিল্কাল্

উপাসনা করে, আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবগত আছেন? তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের

الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿৪৪﴾ خَلَقَ اللّٰهُ

আম্ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি অমা-ইয়া'ক্বিলুহা ~ ইল্লাল্ 'আ-লিমূন্'। ৪৪। খলাক্বল্লা-হুস্

৪ জন্যই প্রদান করে থাকি, শুধুমাত্র ঐসব লোকেরাই এসব দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করতে পারে যারা জ্ঞানী। (৪৪) আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন,

ع ১৪ ১৬ রুকু

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া বিল্ হাক্ব্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তাল্লিল্ মু''মিনীন্।

আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে, নিশ্চয়ই এতে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য নিদর্শন (প্রমান) রয়েছে।

ওয়াকফে গোফরান